

দবৌপক্ৰ--নবদুৰ্গা

নবদুৰ্গা

দবৌ দুৰ্গাৰ নয়টি ভিন্ন ৰূপ, যা নবদুৰ্গা নামেও পৰিচিত, নবৰাত্ৰি উৎসবৰে সময়.
শ্ৰদ্ধা ও পূজা কৰা হয়।

মা দুৰ্গাৰ 9 টি ৰূপ।

1. শলৈপুত্ৰী
2. ব্ৰহ্মচাৰিনী
3. চন্দ্ৰঘণ্টা
4. কুশমণ্ডা
5. স্কন্দমাতা
6. কাত্যায়নী
7. কালৰাত্ৰি
8. মহাগৈৰি
9. সন্ধিধাত্ৰী



মাতৃদবৌ নজিকে সৰু ৰূপে প্ৰকাশ কৰে এবং সৰু নাম ধাৰণ কৰে। নবৰাত্ৰি উদযাপন
কৰা হ'ছে মা দুৰ্গাৰ নয়টি ৰূপ এবং প্ৰতিটি নামে একটি ঈশ্বৰকি শক্তিকে বোঝায়।
নয়দিনে অপাৰ আনন্দ ও আনন্দৰে সমাপ্তি ঘটে, যা শুভ শক্তিৰ বজিয়ে প্ৰতীক।
নবৰাত্ৰি উৎসবৰে মা দুৰ্গা দবৌৰ 9 টি ভিন্ন ৰূপকে উৎসৰ্গ কৰা হয়. যা নব দুৰ্গা নামে
পৰিচিত।

*

দবৌপক্ৰ:::আশ্বিনী শূক্লা প্ৰতিপদ

আশ্বিনী শূক্লা প্ৰতিপদ::: আশ্বিনী শূক্লা প্ৰতিপদ তথি অৰ্থাৎ নবৰাত্ৰি প্ৰথম
দিনে মায়েৰে নবদুৰ্গাৰ প্ৰথম নাম "শলৈপুত্ৰী"।

মা দুৰ্গাৰ প্ৰথম ৰূপ শলৈপুত্ৰী পূজা কৰা হয়. নবৰাত্ৰি প্ৰথম দিনে। সাদা পোশাক
পৰিহাতি মা শলৈপুত্ৰীৰ ডান হাতে ত্ৰিশূল এবং বাম হাতে পদ্ম। মায়েৰে কপালে শোভা পায়.
চাঁদ। এই নন্দী ষাণ্ডৰে উপৰ চড়ে সমগ্ৰ হিমালয়ে বসে আছে। শলৈপুত্ৰী মা বৃষদা ও উমা
নামেও পৰিচিত। মা শলৈপুত্ৰী পাহাড়. ৰাজা হিমালয়ে ঘৰে জন্মগ্ৰহণ কৰেছিলে, যাৰ

কারণে তিনি শৈলপুত্রী নামটি পেয়েছিলেন। দেবীর এই রূপকে সহানুভূতি ও স্নেহের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মা শৈলপুত্রী, যনিকঠোর তপস্যা করেন, তাকে সকল জীবের রক্ষক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

পূজা পদ্ধতি: নবরাত্রির প্রথম দিন সকালে খুব ভোরে উঠে স্নান করার পর পরিস্কার কাপড় পরুন। তারপর একটি চৌকতিতে দেবী দুর্গার মূর্তি এবং কালাশ স্থাপন করুন। তারপর মা শৈলপুত্রীর ধ্যান করার পর উপবাসের সমাধান করুন। সাদা রঙের জিনিসি মা শৈলপুত্রীর কাছে খুবই প্রিয়, তাই চন্দন-রোলদি দিয়ে টিকির পর মাঘের প্রতীককে সাদা পোশাক এবং সাদা ফুল দেওয়া উচিত। এর সাথে সাদা রঙের মষ্টিরি ভোগও মাঘের খুব পছন্দ। পরে শৈলপুত্রী মাতার কাহিনী আবৃত্তি করুন এবং দুর্গা সাপ্তসী পাঠ করুন। এর পরে দুর্গা চালসি পাঠ করুন। পরে মাঘের আরতি করুন।

মা শৈলপুত্রীর মন্ত্র:

ওঁ দেবী শৈলপুত্রয়া নমঃ।

বন্দে বঞ্চিতলাভয় চন্দ্রধাকৃতশেখরম।

বৃষরুধন শূলধরণ শৈলপুত্রনি যশস্বিনী।।

দেবীপক্ষঃ: দ্বিতীয়া তথি

দ্বিতীয়া তথি: নবদুর্গার ২য় দিন -আজ মাঘের নবদুর্গার নাম "ব্রহ্মচারিনী"।

দেবী ব্রহ্মচারিণীর পূজা একজন ব্যক্তির দৃঢ়তা ত্যাগ, বচ্ছিন্নতা, পুণ্য, সংযম বৃদ্ধি করে। জীবনের কঠিন সময়ও তার মন কর্তব্যের পথ থেকে বচিযুত হয় না। দেবী তার অবশেষকদরে অশ্লীলতা, দুর্ভাগ্য এবং ত্রুটি দূর করে। দেবীর কৃপায় সর্বত্রই সাফল্য ও বিজয়।

মা ভগবতীকে নবরাত্রির দ্বিতীয় দিনে চিনি দেওয়া উচিত, মা চিনি পছন্দ করেন।

শুধু চিনি ব্রাহ্মণদের দান করা উচিত। এটা বিশ্বাস করা হয় যে এটি করলে দীর্ঘায়ু হয়।

তাদের পূজা করলে তপস্যা, ত্যাগ, পুণ্য ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়।

ব্রহ্মচারিনী দেবীর পূজা হয় নবরাত্রির দ্বিতীয় দিনে। দেবী ব্রহ্মচারিণীর রূপ ভাস্বর।

মা দুর্গার নয়টি শক্তির মধ্যে এটি দ্বিতীয়। তাপসচারিনী, অপর্ণা এবং উমা তার অন্য নাম।

দেবী ব্রহ্মচারিণীর পূজা করার সময় প্রথমে তার হাতে একটি ফুল দিয়ে তার ধ্যান করুন।

প্রার্থনা করার সময় নচিরে মন্ত্রটি পাঠ করুন।

"দাধানা করপদমভ্যমাক্ষমালকমণ্ডলু। দেবী প্রসদিতু মাঘি ব্রহ্মচারিণ্যুত্তমা ॥"

যা দেবী সর্বভূতেষু মা ব্রহ্মচারিনী রূপে প্রতীষ্টিতা।

নমস্তস্য নমস্তস্য নমস্তস্য নমো নম।

দবৌপক্শ::::তৃতীয়া তথি

তৃতীয়া তথি : নবদূর্গার ৩য় রূপে - মায়ের নবদূর্গার নাম "চন্দ্রঘন্টা "।

মা চন্দ্রঘন্টার রূপ খুবই কামল। মা সুগন্ধি পছন্দ করে। তার বাহন সিংহ। তার দশটি হাত আছে। প্রতিটি হাতে বিভিন্ন অস্ত্র আছে। তারা রাক্ষসী শক্তি থেকে রক্ষা করে। যারা মা চন্দ্রঘন্টা পূজা করে তাদের অহংকার নষ্ট হয়, এবং তারা সৌভাগ্য, শান্তি এবং বৈভব পায়।

মা দুর্গার তৃতীয় রূপে নাম চন্দ্রঘন্টা। তার মাথায় একটি ঘন্টার আকৃতির অর্ধচন্দ্র রয়েছে, এজন্য তাকে চন্দ্রঘন্টা বলা হয়। মা চন্দ্রঘন্টা সিংহের উপর বসে আছেন। দবৌ চন্দ্রঘন্টা দবৌর রূপ স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল। মাতৃদবৌর দশটি বাহু এবং দশটি হাতে একটি ছুরি এবং একটি তীর রয়েছে। মা চন্দ্রঘন্টার গলায়, সাদা ফুলের মালা আছে।

মা চন্দ্রঘন্টা পূজার মাধ্যমে, মা ভক্তদের সমস্ত পাপ দূর করে এবং তার কাজের পথে যে বাধা আসে তা ধ্বংস করে। মা চন্দ্রঘন্টা সিংহের উপর আরোহণ করছেন, তাই যিনি তাঁর পূজা করেন তিনি পরাক্রমশালী এবং নরিভীক হন। অর্ধচন্দ্র মা চন্দ্রঘন্টার কপালে শোভিত, তাই তাঁর পূজা করলে প্রকৃতিতে নম্রতা আসে না, বরং মুখ, চোখ এবং সারা শরীরে তেজে বৃদ্ধি পায়। যাদের দুর্বল চিত্ত তারা এই পূজা থেকে বিশেষ আত্মবল প্রাপ্ত হয়।

মন্ত্র:

পন্ডিঙ্গপ্রভাররুদা চণ্ডকোপস্ত্রকার্যুত।

প্রসাদম তনুতে মহা চন্দ্রঘনততে বিশ্রুতা।

দবৌপক্শ::::চতুর্থী তথি

চতুর্থী তথি : নবদূর্গার ৪য় রূপে - মায়ের নবদূর্গার নাম "কুশমণ্ডা "।

আজ নবরাত্রির চতুর্থ দিন। নবরাত্রির চতুর্থ দিনে দবৌ কুশমণ্ডা দবৌর পূজা করা হয়।

মা কুশমণ্ডার আটটি বাহু রয়েছে। তাঁর সাত হাতে যথাক্রমে কমণ্ডল, ধনুক তীর, পদ্ম-ফুল, অমৃত-ভরা কলস, চক্র এবং গদা রয়েছে। অষ্টম হাতে একটি জিপমালা আছে যা সমস্ত সর্দি এবং বদ্বিষা প্রদান করে। সিংহ তার পরবিন।

যে কোনো ব্যক্তি কর্ম যোগী জীবন অবলম্বন করে দ্রুত আত্মউন্নতি করতে

অনুপ্রাণতি করে। তার মষ্টি হাসি আমাদের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে এবং সবচেয়ে কঠিন

পথে হাঁটে সাফল্য অর্জন অনুপ্রাণতি করে। মায়ের দ্বিঘ রূপে ধ্যান, আমাদের

আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করে, আমাদের বুদ্ধি জাগ্রত করে এবং আমাদের বুদ্ধিকে

যথাযথ ও মহৎ কাজে নিযোজিত করতে অনুপ্রাণিত করে।

প্রথম, তাকে মায়ে ধ্যান মন্ত্র পাঠ করে আহ্বান করা হয়. এবং তারপর উৎস মন্ত্র দিয়ে তাকে পূজা করা হয়। এর পরে আসে পূজার মন্ত্রের পালা। আসুন আমরা আপনাকে এই মন্ত্রটি ক্রমানুসারে বলি:

সূরা সম্পূর্ণ কালশাম হয়ধরিপ্লুটমভো চ।

দধানা হস্তপদ্মভাযাম কুশমণ্ডা শুভকামনাম।

**

দেবীপঙ্কজঃঃঃপঞ্চমী তথি

পঞ্চমী তথি : নবদুর্গার পঞ্চম রূপে - মায়ে নবদুর্গার নাম "স্কন্দমাতা"।

নবরাত্রির পঞ্চম দিন। নবরাত্রির পঞ্চম দিনে "দেবী স্কন্দমাতা" পূজা করা হয়।

পঞ্চম নবরাত্রি, দেবী স্কন্দমাতা ভক্তদের সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করে।

মা স্কন্দমাতাকে যব-বাজরা দেওয়া হয়, কিন্তু শারীরিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পতে মাকে কলা দিন। স্কন্দ কুমার কার্তিকিয়ার মায়ে কারণে তার নাম স্কন্দমাতা। ভগবান স্কন্দ শিশু কোলে তার কোলে বসে আছেন। মায়ে চারটি বাহু, যার দুই হাতেই পদ্ম ফুল ধরে আছে। দেবী স্কন্দমাতা এক হাতে কার্তিকিকে কোলে ধরে আছেন এবং অন্য হাতে তিনি তাঁর ভক্তদের আশীর্বাদ দিচ্ছেন।

স্কন্দমাতার মন্ত্র: -

দেবী সর্বভূতেষু মা স্কন্দমাতা রূপনো প্রতিষ্ঠান।

নমস্তস্য নমস্তস্য নমস্তস্য নমো নমো।

অথবা

সংহাসনগীত নতিম পদ্মশ্রতিকারদব্য।

শুভদস্তু সদ দেবী স্কন্দমাতা যশস্বিনী

ওম দেবী স্কন্দমতাই নমঃ।

দেবীপঙ্কজঃঃঃষষ্ঠী তথি

ষষ্ঠী তথি : নবদুর্গার ষষ্ঠ রূপে - মায়ে নবদুর্গার নাম "কাত্যায়ণীমাতা"।

নবরাত্রির ষষ্ঠ দিন। নবরাত্রির ষষ্ঠ দিনে "দেবী কাত্যায়ণী" পূজা করা হয়।

এই দিনে যারা মায়ের পূজা করেন তারা উপযুক্ত বর পান। মা কাত্যায়ণীকে শত্রু এবং ঝামেলা মুক্ত বলে মনে করা হয়। বলা হয়ে থাকে যে, দেবীই অসুরদের থেকে দেবতাদের রক্ষা করেছিলেন। মা মহিষাসুরকে হত্যা করেছিলেন এবং তার পরে শুম্ভ এবং নশুম্ভকেও হত্যা করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, নয়টি গ্রহও তাদের বন্দীদিশা থেকে মুক্তি দিয়েছিল। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে স্নান করুন এবং সমস্ত রুটনি কাজ থেকে অবসর নিন।

প্রথমে গনেশ পূজা করুন। তারপর একটি চটাকতি দেবীর মূর্তি বা মূর্তি স্থাপন করুন। তারপর একটি ফুল হাতে নিন এবং নম্নলিখিত মন্ত্রটি জপ করুন।

"দেবী সর্বভূতেষু শক্তির প্রতীক। নমস্তস্য নমস্তাস্য। নমস্তস্য নমো নমঃ।।
কাত্যায়ণী মহামায়া, মহাযোগিনীধীশ্বরী। নন্দগোপসুতম দেবী, পতিমে কুরু তে নমঃ।।
চন্দ্র হাসোজ্জ্বলকার শার্দুলভার বাহন। কাত্যায়ণী শুভনাদ্যা দেবী দানব ঘাটিনী।।"

চন্দ্র হাসোজ্জ্বলকার শার্দুলভার বাহন। কাত্যায়ণী শুভনাদ্যা দেবী দানব ঘাটিনী।।"

এর পর, মায়ের পায়ে ফুলটি অর্পণ করুন। তারপর দেবীকে লাল কাপড়, হলুদ, 3 হলুদ ফুল, ফল, নবৈদ্য ইত্যাদি নবৈদ্য দিন। এর পরে দুর্গা চালসি পাঠ করুন। মায়ের মন্ত্র জপ করুন এবং আরতি পাঠ করুন। মা কাত্যায়ণীকে মধু অর্পণ করুন। এতে মা খুশি হন। এই দিনে মাকে লাল ফুল দিন।

দেবীপক্ষ:::সপ্তমী তিথি

সপ্তমী তিথি :: নবদুর্গার সপ্তম রূপে - মায়ের নবদুর্গার নাম "মাতা কালরাত্রি"।

নবরাত্রির সপ্তম দিন। নবরাত্রির সপ্তম দিনে "দেবী কালরাত্রি" পূজা করা হয়।

মা কালরাত্রিকে বলা হয়, যন্ত্র, মন্ত্র ও তন্ত্রের দেবী। বলা হয়ে থাকে যে, দেবী দুর্গা রক্তবীজ দানবকে বধ করার জন্য তাঁর তেজে দিয়ে কালরাত্রি সৃষ্টি করেছিলেন। ভূত, ভূত, অসুর, অসুর এবং সমস্ত অসুর শক্তি তাদের নামের নছিক উচ্চারণ থেকে পালিয়ে যায়।

তিনি সবসময়, শুভ ফল দেন। এজন্য তার একটি নামও শুভ।

তাদরে গায়রে রং কালো। মা কালরাত্রি গলায়, নরমুণ্ডরে মালা আছে। কালরাত্রি তনিটি চোখ এবং তার চুল খোলা। মা গর্দভ (গাধা) চড়েছেন। মায়ে চার হাত, এক হাতে ছুরি আর এক হাতে লোহার কাঁটা।

মায়ে পূজার জন্য লাল রঙের পোশাক পরা উচিত। মকর এবং কুম্ভ রাশির মানুষকে অবশ্যই কালরাত্রি পূজা করতে হবে। আপন যদি সমস্যা, থাকেন, তাহলে দেবীকে সাত বা একশো লবুর মালা অর্পণ করুন। সপ্তমীর রাত্রে তিলি বা সরষির তলে অখণ্ড শিখা জ্বালান। সিন্ধুকুঞ্জিকা স্তোত্র, অর্গলা স্তোত্রম, কালী চালসি, কালী পুরাণ পাঠ করতে হবে। যতদূর সম্ভব, এই রাত্রে পুরো দুর্গা সপ্তশতী পাঠ করুন।

মাতা কালরাত্রি মন্ত্র:.....

"জয়ন্তী মঙ্গল কালী ভদ্রকালী কাপালিনী।

দুর্গা ক্ষমা শিবি ধাত্রী স্বাহা স্বাধ নমোস্তু তে।

জয়, ত্বম দেবী চামুণ্ডে জয়, ভুতাত্তহারিনী।

জয়, সর্বগতে দেবী কালরাত্রি নমোস্তু তে।"

দেবীপক্ষ:::অষ্টমী তথি

অষ্টমী তথি : নবদুর্গার অষ্টম রূপে - মায়ে নবদুর্গার নাম "মাতা মহাগৌরী"।

নবরাত্রির অষ্টম দিন। নবরাত্রির অষ্টম দিনে "দেবী মহাগৌরীর " পূজা করা হয়।

পুরাণ মতে, তাঁর দীপ্তিতে সমগ্র বর্ষ আলোকিত। দুর্গা সপ্তশতীর মতে, শুম্ভ নশুম্ভের কাছে পরাজিত হওয়ার পর, দেবতার গঙ্গা নদীর তীরে তাদের সুরক্ষার জন্য দেবী মহাগৌরীর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। শারীরিক ক্রমতার বিকাশের পাশাপাশি মায়ে এই রূপে পূজা করলে মানসিক শান্তি বাড়ে। মায়ে এই রূপকে অন্তর্পুরা, জ্ঞানপ্রদানী, চৈতন্যময়ীও বলা হয়।

মহাগৌরীর পূজার পদ্ধতি:

এদনি সকালে ঘুম থেকে উঠে স্নান করে পরষিকার কাপড় পরুন। এর পরে একটি কাঠের চৌকি নিই এবং তার উপর একটি মূর্তি বা ছবি প্রতিষ্ঠা করুন। তাকে ফুল উপহার দিন এবং মায়ে ধ্যান করুন। তারপর মায়ে সামনে একটি প্রদীপ জ্বালান। তারপর মাকে ফল, ফুল এবং নৈবেদ্য অর্পণ করুন। এই দিনে মাকে নারকেল দেওয়া হয়। এই দিনে কন্যা পূজার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। মায়ে আরতি করুন এবং মন্ত্র জপ করুন।

এই দিনে কুমারী কন্যা পূজা হয়। এই দিনে নষ্টটি ময়ে এবং একটি ছেলে পূজা করা হয়।

তাদের বাড়িতে ডাকা হয় এবং খাওয়ানো হয়। ময়ে এবং শিশুদের তাদের সামর্থ্য

অনুযায়ী উপস্থাপন করা উচিত। তারপর তাদের পা স্পর্শ করে আশীর্বাদ নিন এবং তাদের বদায়ে করুন।

পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, মা পার্বতী ভগবান শিবকে স্বামী হিসেবে পেতে এবং শিবকে স্বামী হিসেবে পেতে তার পূর্বজন্মে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। মা যখন শিবকে তার স্বামী হিসেবে পাওয়ার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন, তখন মা গটীর দহে ধুলো -মাটি দিয়ে ঢাকা হয়ে গিয়ে ছিল। এর পরে, ভগবান শিব গঙ্গাজল দিয়ে মায়ে দহে ধুয়ে দিয়েছিলেন। তারপর গটীর দহে উজ্জ্বল ও দীপ্তময় হয়ে উঠল। তারপর তিনি দেবী মহাগটীর হিসাবে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

মা মহাগটীর মন্ত্র:

বন্দে কাম্যার্থে কামার্থে চন্দ্রগুক্ত শোখরাম।

সিংহরুধা চতুর্ভুজ মহাগটীরী যশস্বনীম

পূর্ণান্দু নভিনা গটীরী সোমচক্রাসতিম অষ্টম মহাগটীরী ত্রিনিট্রিম।

ভারভতিকিরণ ত্রিশূল দামরুধরম মহাগটীরী ভজমে।

পাতম্বর পরচ্ছদ মৃদু নানালঙ্কার ভূষতিম।

দেবীপক্ষ:নবমী তথি

নবমী তথি: নবদুর্গার নবম রূপে - মায়ে নবদুর্গার নাম "মাতা সদ্ধিদাত্রী"।

নবরাত্রির নবম দিন। নবরাত্রির নবম দিনে "দেবী সদ্ধিদাত্রী" পূজা করা হয়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুসারে, অনমি, মহিমি, গরিমি, লঘিমি, প্রাপ্তি প্রকাম্য, ঈশতিব এবং বশতিব নামে আটটি সদ্ধি আছে। এসবের দাতা সদ্ধিদাত্রী মাতা হিসেবে বিবেচিত। নবরাত্রিতে নবমীর দিনে তাদের আহ্বান করা হয়, ধ্যান করা হয় এবং পূজা করা হয়। দেবী পুরাণ অনুসারে, ভগবান শঙ্কর তাঁর পূজা করে সদ্ধি লাভ করেছিলেন। যার কারণে তার শরীরে অর্ধেকটা হয়ে গিয়েছিল একজন নারীর। এই কারণে শিব অর্ধনারীশ্বর নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

সদ্ধিদাত্রীর চারটি বাহু, ডান দুই বাহুতে একটি গদা এবং একটি চক্র এবং বাম দুই বাহুতে একটি পদ্ম এবং একটি শঙ্খ রয়েছে। তার মাথায় সোনার মুকুট এবং গলায় সাদা ফুলের মালা। তিনি পদ্মের উপর বসে আছেন এবং কেবল মানুষই নয়, সদ্ধি, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, দেবতা এবং অসুররাও তাঁর পূজা করেন। নবরাত্রি -র নবমীর দিনে তার পূজা করা হয়। যাত্রে পৃথিবীর সব জনসি সহজে এবং সহজে পাওয়া যায়। বলা হয়ে থাকে যে, সদ্ধিদাত্রীর পূজা করলে ভক্ত ও অনুযায়ীদের সকল প্রকার জাগতিক, অতীত কামনা পূর্ণ হয়। মা

সদ্ধিদিাত্রী, যিনি সহজেই সন্তুষ্ট, নবদুর্গদরে মধ্যে সর্বশেষে।

নবরাত্রির শেষে দিনে, দেবী দুর্গা -র নবম শক্তি এবং যিনি ভক্তদের সকল প্রকার সাধন দান করেন, তাদের দেবী সদ্ধিদিাত্রীর পূজা করার নিয়ম রয়েছে। শাস্ত্রীয় আচার অনুযায়ী অন্যান্য আটটি দুর্গাকে পূজা করার সময়, ভক্তরা দুর্গাপূজার নবম দিনে তাদের পূজা করে।

নবরাত্রির শেষে দিনে তাদের পূজায়, এই মন্ত্রগুলি জপ করতে হবে:-----

সদ্ধি গন্ধর্ব যজ্ঞাদরি সুরার মররপি, সবোমান সর্বদা ভূয়াত সদ্ধি সদ্ধি দায়িনী ।

অথবা

যা দেবী সর্বভূতেষু মা সদ্ধিদিাত্রী রূপে প্রতিষ্ঠিতা ।

নমস্তস্য নমস্তাস্য নমস্তস্য নমো নমঃ।

